দৈনিক ইনকিলাব

24 MAR 2003

নকলবাজ পরীক্ষার্থী ও নকল সরবরাহকারীকে ২ বছরের জেল-জরিমানা করা হবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগামী ২৭ মার্চ (বৃহস্পতিবার) থেকে সারাদেশে ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৩ সালের এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এ উপলক্ষে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক জানান, এবারের পরীক্ষাসমূহ গত বছরের ধারাবাহিকতায় অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ নকলমুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পরীক্ষায় নকল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনিয়মসমূহ প্রতিরোধ করার জন্য এ বছর ১৯৮০ সালের পাবলিক পরীক্ষা আইন আরো কড়াকড়িভাবে পালন করা হবে। তবে নকল প্রতিরোধের জন্য পরীক্ষার হলে কিংবা বাইরে কোন শিক্ষক বা পরিদর্শক নির্যাতিত হলে বর্তমান সরকারের নীতি অনুযায়ী তাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত এবং কেউ পরীক্ষা আইন অবহেলা করলে বা নকল প্রতিরোধে ব্যর্থ হলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে বলে তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। এ বছর এসএসসিতে ৯ লাখ ৩৩ হাজার ৬৫২ জন, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষায় ১ লাখ ৬৮ হাজার ৭৬৯ জন এবং কারিগরি বোর্ডের এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষায় ৩১ হাজার ৬২৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। তিনি বলেন, এসএসসিতে গতবারের চেয়ে এ বছর প্রায় ১ লাখ পরীক্ষার্থী কমে গেছে। বর্তমান সরকারের নকলমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের একটি ইতিবাচক দিক। নকলবাজ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবার পাসের হার বাড়বে মন্তব্য করে তিনি

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

নকলবাজ পরীক্ষার্থী

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বলেন, শতকরা ৩০/৪০ ভাগ পাসের হার কারও জন্যই সুখকর নয় এবং ফেলও মোটেই সুখের বিষয় নয়। নকল প্রতিরোধে বর্তমান পদক্ষেপগুলোকে অত্যন্ত স্বল্পপাল্লার সাময়িক সমাধান আখ্যায়িত করে তিনি আরও বলেন, নকলের দূরপাল্লার সমাধান হিসেবে ক্লাসে যথাযথ পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর্মসূচী নিয়েছে। এর ফলে সেদিন আর বেশী দূরে নয় যেদিন নকল প্রতিরোধ করার জন্য কেন্দ্রে কেন্দ্রে আর মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের দৌড়াতে হবে না এবং কোন পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও পাহারা বসাতে হবে না। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু এবং শিক্ষা সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বক্তব্য রাখেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেন, গতবারের মত এ বছরও পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটেই সকল পরীক্ষার্থীর দেহ তল্লাশি করা হবে এবং কারও কাছে নকল পাওয়া গেলে তাকে গেটেই বহিষ্কার করে সাথে সাথে গ্রেফতার করে পুলিশে সোপর্দ ও দ্রুত বিচার আইনে সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত জেল-জরিমানা করা হবে। তাতে নকলের সাথে প্রশ্নপত্রের মিল থাকুক বা না থাকুক তা বিবেচনা করা হবে না। অপরদিকে বাইরে থেকে নকল সরবরাহকারীকেও গ্রেফতার করে একইভাবে ২ বছরের জেল-জরিমানা করা হবে। এছাড়া প্রশ্নপত্র আংশিক কিংবা পূর্ণ ফাঁস করলে অথবা ফটোস্ট্যাট বা হাতে কপি করে বিলিবন্টন ও সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত থাকলে ৪ বছরের জেল-জরিমানা হবে। পরীক্ষার প্রশ্নের সাথে এর হুবহু মিল থাকুক কিংবা না থাকুক তা দেখা হবে না। পরীক্ষায় যে কোন অনিয়ম ও নকলে সহায়তার সাথে জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ৫ বছরের জেল-জরিমানা করা হবে। তবে শিক্ষা সচিব প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের একটি অংশের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন, কাউকে নকল সঙ্গে রাখার জন্য হল গেট থেকেই বহিষ্কার করা মানবাধিকার লংঘন। পরীক্ষা চলাকালে নকলরত অবস্থায় হাতেনাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা ঠিক নয়। নকল সাথে থাকলে তা কেড়ে নিতে হবে কিন্তু পরীক্ষার পূর্বেই দেহ তল্লাশি করে বহিষ্কারের মাধ্যমে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেয়া যাবে না।